তথ্য অধিকার বিষয়ে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ৩য় ত্রৈমাসিকের প্রতিবেদন

(০১ জানুয়ারি, ২০২৩ হতে ৩১ মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত)

কার্যক্রম: ১.৫

তথ্য অধিকার আইন ও বিধ-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড

পাবলিক রিলেশন্স ডিভিশন

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড

পাবলিক রিলেশন্স ডিভিশন

কার্যক্রম নং-১.৫ এর

প্রমাণক

তথ্য অধিকার আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ

(০১ জানুয়ারি, ২০২৩ হতে ৩১ মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত)

ক্র:নং	লিফটলেট ও অন্যান্য	তারিখ
০১.	ছবি সংযুক্ত	৩১-০৩-২০২৩ তারিখ ভিত্তিক

(মোহাম্মদ ইসমাইল)
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
ও
সভাপতি
তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক পরিকল্পনা
বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কমিটি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ বির্নিমানে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত হোক

তথ্য আমার অধিকার, জানা আছে কি সবার?

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ সম্পর্কে নিজে জানুন অন্যকে জানতে উৎসাহিত করুন

তথ্য অদিকার আইন-২০০৯ বিষয়ে জানতে তথ্য কমিশনের ওয়েব সাইট দেখুন:
www.infocom.gov.bd

তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ

কোন ব্যক্তি তথ্য প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য চেয়ে লিখিত বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। তথ্য অধিকার বিধিমালা,২০০৯ এর তফসিলে নির্ধারিত ফরম-ক পূরণ করে তথ্যের জন্য আবেদন করতে হবে। চাহিত তথ্যাবলী সন্নিবেশিত করে সাদা কাগজে বা ই-মেইলেও তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন করা যাবে।

তথ্য প্রদান পদ্ধতি ও মূল্য পরিশোধ

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনধিক ২০ কার্যদিবসের মধ্যে এবং ক্ষেত্র বিশেষে (একাধিক ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকলে) অনধিক ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করবেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন কারনে তথ্য প্রদানে অপারগ হলে অপারগতার কারন অনুরোধকারীকে অবহিত করবেন। তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনুরোধকারীকে তথ্যের জন্য নির্ধারিত যুক্তিসংগত মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

তথ্য মূল্য পরিশোধের চালান কোড: ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭

"তথ্য সবার অধিকার, থাকবে না কেউ পেছনে আর"

ব্যাংক কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত বিষয়-সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলী সাধারণ জনগণকে প্রদান করতে পারবেঃ

১. ব্যাংকের আমানত,
২. ঋণ-অগ্রীম ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত;
৩. ব্যাংকের সম্পদ ও দায় সংক্রান্ত;
৪. ব্যাংকের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত;
৫. ব্যাংকের মূলধন সংক্রান্ত;
৬. ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণকারী অফিস/শাখা,
৭. ই-ব্যাংকিং প্রডাক্ট,
৮. মানব সম্পদ নিয়োগ পদ্ধতি;
৯. সেবার বিপরীতে ফিস/কমিশন;
১০. ব্যাংকের রেটিং স্ট্যাটাস,
১১. সি এস আর সংক্রান্ত;
১২. আমানত ও ঋণ অগ্রীমের বিভিন্ন প্রডাক্ট;
১৩. বৈদেশিক রেমিট্যান্স ও বৈদেশিক বানিজ্য সংক্রান্ত;
১৪. খেলাপী ঋণের হার;
১৫. করেসপন্ডেন্ট এজেন্ট, কর্পোরেট ইনফরমেশন; মালিকানার প্রকৃতি;
১৬. ব্যাংকের পরিচালনা ও তদারকি সংক্রান্ত (আগাম তথ্য ব্যতীত);
১৭. ব্যাংক সংক্রান্ত অন্যান্য সাধারণ তথ্য যা ব্যাংকের স্বার্থবিরোধী নয়।

ব্যাংক কর্তৃপক্ষ যেসকল তথ্য সাধারণ জনগণকে প্রদান করতে পারবে নাঃ

১. আমানতকারীর হিসাবের তথ্য (গ্রাহকের সম্মতি ব্যতীত);
২. ঋণ হিসাবধারীর ঋণ হিসাবের তথ্য (গ্রাহকের সম্মতি ব্যতীত);
৩. ঋণ খেলাপীর তথ্য (গ্রাহকের সম্মতি ব্যতীত);
৪. ব্যাংকে রক্ষিত লকার হিসাবের তথ্য (গ্রাহকের সম্মতি ব্যতীত);
৫. মুদ্রার বিনিময় হার ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত আগাম তথ্য;
৬. পরিচালক পরিবর্তনের আগাম তথ্য;
৭. ঋণ আদায়ের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থার আগাম তথ্য;
৮. ব্যাংক পরিচালনা ও তদারকী সংক্রান্ত যে কোন আগাম তথ্য;
৯. ব্যাংকের অফিসিয়াল/দাপ্তরিক নোটশিট বা নোটশিটের প্রতিলিপি;
১০. ব্যাংকের স্বার্থবিরোধী অন্যান্য সাধারণ তথ্য।

"সংকটকালে তথ্য পেলে, জনগণের মুক্তি মেলে"

আপীল দায়ের ও নিষ্পত্তি

তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে তথ্যের জন্য আবেদন করে যদি কোন নাগরিক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য না পান বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হন, তাহলে আবেদনকারী প্রতিকার পাওয়ার জন্য "আপীল কর্তৃপক্ষ"-এর কাছে আপীল দায়ের করতে পারবেন। তথ্য অধিকার বিধিমালা,২০০৯ এর তফসিলে নির্ধারিত "গ" ফরম পূরণ করে আপীল দায়ের করতে হয়।

কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করলে আপীল কর্তৃপক্ষ একটি শুনানীর আয়োজন করবেন। তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তার বক্তব্য শুনবেন এবং সংক্ষুব্ধতার কারণ ও প্রার্থিতা প্রতিকারের যুক্তিসমূহ বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত দিবেন।

"তথ্য অধিকার, সংকটে হাতিয়ার"

অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি

আপীল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে আবেদনকারী সন্তুষ্ট না হলে, তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন। আবার কোন কর্তৃপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করলে আপীল দায়ের না করেই আবেদনকারী সরাসরি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন। তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত "ক-ফরম" পূরণ করে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে হবে।

প্রচারে: সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী
www.sonalibank.com.bd

প্রধান কার্যালয় তথ্য ইউনিট:
আপীল কর্মকর্তা: মোঃ আফজাল করিম, সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর
প্রধান তথ্য কর্মকর্তা: মোঃ মনিরুজ্জামান, জেনারেল ম্যানেজার, পাবলিক রিলেশন্স ডিভিশন
সমন্বয়কারী কর্মকর্তা: মোঃ তানজিমুল ইসলাম, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, পাবলিক রিলেশন্স ডিভিশন
বিকল্প তথ্য কর্মকর্তা: মুহম্মদ ওয়াহিদ মিয়া, এসিসট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার, পাবলিক রিলেশন্স ডিভিশন

আমানতের সর্বোচ্চ সুরক্ষা, ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা, দেশের দ্রুততম রেমিট্যান্স সেবা, সহজে ঋণ প্রদান এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে গ্রাহকের আস্থার নাম সোনালী ব্যাংক লিমিটেড

সোনালী ব্যাংক রাষ্ট্রের সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাংক। ব্যাংকটি ৭২৮টি গ্রামীন শাখা ও ২টি বৈদেশিক শাখাসহ মোট ১২৩০টি শাখা, ১২৮টি এজেন্ট ব্যাংকিং এবং সুবিশাল ডিজিটাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গ্রাহকদের সেবা প্রদান করে চলেছে। সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ অতিমারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেনের চলমান যুদ্ধে বিশ্ব অর্থনীতিতে অস্থিতিশীলতা তৈরী হয়েছে। সোনালী ব্যাংক লিমিটেড রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় ব্যাংক এবং গণমানুষের আস্থার ব্যাংক হিসেবে বিদ্যমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন। বর্তমানে তারল্য প্রবাহ, ঋণ প্রবাহ, বৈদেশিক বানিজ্য এবং রেমিট্যান্স আহরণের ভিত্তি সুদৃঢ় হওয়ায় এই বৈশ্বিক প্রভাব সোনালী ব্যাংকের উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। প্রতিষ্ঠার পর হতে ব্যাংকটি বাংলাদেশের অর্থনীতির পুনর্গঠনসহ সাধারণ ও প্রান্তিক মানুষের পাশে থেকে তাদের আমানতের সর্বোচ্চ সুরক্ষার গুরুদায়িত্ব পালন করে চলেছে। দক্ষ ব্যবস্থাপনার ফলে সোনালী ব্যাংক বিগত পর পর দুই অর্থ বছর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে (APA) প্রথম স্থান অর্জন করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে। একমাত্র সোনালী ব্যাংকই গ্রাহক এবং কর্মকর্তাদের সুরক্ষার জন্য 'হুইসেল ব্লোয়ার' পলিসি চালু করেছে। সাফল্যের ধারাবাহিকতায় কিছু তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক) সোনালী ব্যাংকের বর্তমান গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ২.২৫ কোটি। যা রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ।

খ) সোনালী ব্যাংকের বর্তমান আমানত প্রায় ১ লক্ষ ৩৯ হাজার কোটি টাকা। যা রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ এবং এই ধারা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে ।।

গ) 'BLAZE' পেমেন্ট নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মাত্র ৫ সেকেন্ডে সোনালী ব্যাংকসহ দেশের আরও ৩৬টি ব্যাংকের গ্রাহকের হিসাবে রেমিট্যান্স জমা করা হচ্ছে।

ঘ) 'Sonali eSheba' মাধ্যমে মাত্র ৫ মিনিটে ঘরে বসে গ্রাহকগণ হিসাব খুলতে পারছেন। এছাড়া সরকারী ট্যাক্স, পাসপোর্ট ফি, ট্রাভেল ট্যাক্স ঘরে বসেই গ্রাহকগণ জমা দিতে পারছেন।

ঙ) 'Sonali e-Wallet' এর মাধ্যমে গ্রাহকগণ ২৪ ঘন্টা ব্যাংকিং লেনদেন করতে পারছেন। যা রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মধ্যে প্রথম।

চ) 'Sonali Payment Gateway' ব্যবহার করে প্রায় ৫০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেতন/ফি, বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড এবং সরকারী বিভিন্ন সংস্থা চার্জ/ফি ঘরে বসে অনলাইনে পরিশোধ করতে পারছে।

ছ) যুক্তরাষ্ট্রস্থ সোনালী ব্যাংকের নিজস্ব এক্সচেঞ্জ হাউজের ১০টি শাখা সরকারী ছুটির দিনেও খোলা রাখা হয়েছে এবং প্রবাসীরা বিনা খরচে রেমিট্যান্স প্রেরণ করতে পারছে।

জ) দেশব্যাপী সুবিশাল নেটওয়ার্কসহ ৮৬টি এক্সচেঞ্জ হাউজের মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক গ্রাহকদের রেমিট্যান্স সেবা প্রদান করছে।

ঝ) সোনালী ব্যাংকে কোন তারল্য সংকট নেই, বরং বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে 'কল মানি'তে বিনিয়োগ করা হচ্ছে।

ঞ) সোনালী ব্যাংকের ঋণ প্রবাহ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সিএমএসএমই এবং কৃষিখাতে সরকার ঘোষিত কোভিড-১৯ প্রণোদনা শতভাগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ট) রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মধ্যে সোনালী ব্যাংক পরপর ০৩(তিন) বার সর্বোচ্চ পরিচালনা মুনাফা অর্জন করেছে।

ঠ) জ্বালানী ও সারসহ অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যপণ্য আমদানীতে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বড় বড় এলসি খোলা আব্যাহত আছে।

ড) দেশব্যাপী ১৬৯টি ATM এর মাধ্যমে নিরবিচ্ছিন্নভাবে গ্রাহক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ক্রমান্বয়ে প্রত্যেকটি উপজেলায় ATM বুথ স্থাপন করা হচ্ছে।

ঢ) সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের ৪০০ এর অধিক দক্ষ আইটি কর্মকর্তা সার্বক্ষণিক ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিত করে চলেছে।

রাষ্ট্রের প্রধানতম বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে সরকারের বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্প যেমন রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা বন্দর, বাংলাদেশ বিমানসহ বিভিন্ন প্রকল্পে সোনালী ব্যাংক অর্থায়ন করে চলেছে। কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে ব্যাপক ভূমিকা রাখাসহ উন্নত গ্রাহক সেবা নিশ্চত করার জন্য সোনালী ব্যাংক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী

আমানতের সর্বোচ্চ সুরক্ষা, ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা, দেশের দ্রুততম রেমিট্যান্স সেবা, সহজে ঋণ প্রদান এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে গ্রাহকের আস্থার নাম সোনালী ব্যাংক লিমিটেড

সোনালী ব্যাংক রাষ্ট্রের সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাংক। ব্যাংকটি ৭২৮টি গ্রামীন শাখা ও ২টি বৈদেশিক শাখাসহ মোট ১২৩০টি শাখা, ১২৮টি এজেন্ট ব্যাংকিং এবং সুবিশাল ডিজিটাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গ্রাহকদের সেবা প্রদান করে চলেছে। সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ অতিমারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেনের চলমান যুদ্ধে বিশ্ব অর্থনীতিতে অস্থিতিশীলতা তৈরী হয়েছে। সোনালী ব্যাংক লিমিটেড রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় ব্যাংক এবং গণমানুষের আস্থার ব্যাংক হিসেবে বিদ্যমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন। বর্তমানে তারল্য প্রবাহ, ঋণ প্রবাহ, বৈদেশিক বানিজ্য এবং রেমিট্যান্স আহরণের ভিত্তি সুদৃঢ় হওয়ায় এই বৈশ্বিক প্রভাব সোনালী ব্যাংকের উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। প্রতিষ্ঠার পর হতে ব্যাংকটি বাংলাদেশের অর্থনীতির পুনর্গঠনসহ সাধারণ ও প্রান্তিক মানুষের পাশে থেকে তাদের আমানতের সর্বোচ্চ সুরক্ষার গুরুদায়িত্ব পালন করে চলেছে। দক্ষ ব্যবস্থাপনার ফলে সোনালী ব্যাংক বিগত পর পর দুই অর্থ বছর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে **(APA)** প্রথম স্থান অর্জন করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে। একমাত্র সোনালী ব্যাংকই গ্রাহক এবং কর্মকর্তাদের সুরক্ষার জন্য 'হুইসেল ব্লোয়ার' পলিসি চালু করেছে। সাফল্যের ধারাবাহিকতায় কিছু তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক) সোনালী ব্যাংকের বর্তমান গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ২.২৫ কোটি। যা রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ।

খ) সোনালী ব্যাংকের বর্তমান আমানত প্রায় ১ লক্ষ ৩৯ হাজার কোটি টাকা। যা রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ এবং এই ধারা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে ।।

গ) **'BLAZE'** পেমেন্ট নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মাত্র ৫ সেকেন্ডে সোনালী ব্যাংকসহ দেশের আরও ৩৬টি ব্যাংকের গ্রাহকের হিসাবে রেমিট্যান্স জমা করা হচ্ছে।

ঘ) **'Sonali eSheba'** মাধ্যমে মাত্র ৫ মিনিটে ঘরে বসে গ্রাহকগণ হিসাব খুলতে পারছেন। এছাড়া সরকারী ট্যাক্স, পাসপোর্ট ফি, ট্রাভেল ট্যাক্স ঘরে বসেই গ্রাহকগণ জমা দিতে পারছেন।

ঙ) **'Sonali e-Wallet'** এর মাধ্যমে গ্রাহকগণ ২৪ ঘন্টা ব্যাংকিং লেনদেন করতে পারছেন। যা রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মধ্যে প্রথম।

চ) **'Sonali Payment Gateway'** ব্যবহার করে প্রায় ৫০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেতন/ফি, বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড এবং সরকারী বিভিন্ন সংস্থা চার্জ/ফি ঘরে বসে অনলাইনে পরিশোধ করতে পারছে।

ছ) যুক্তরাষ্ট্রস্থ সোনালী ব্যাংকের নিজস্ব এক্সচেঞ্জ হাউজের ১০টি শাখা সরকারী ছুটির দিনেও খোলা রাখা হয়েছে এবং প্রবাসীরা বিনা খরচে রেমিট্যান্স প্রেরণ করতে পারছে।

জ) দেশব্যাপী সুবিশাল নেটওয়ার্কসহ ৮৬টি এক্সচেঞ্জ হাউজের মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক গ্রাহকদের রেমিট্যান্স সেবা প্রদান করছে।

ঝ) সোনালী ব্যাংকে কোন তারল্য সংকট নেই, বরং বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে 'কল মানি'তে বিনিয়োগ করা হচ্ছে।

ঞ) সোনালী ব্যাংকের ঋণ প্রবাহ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সিএমএসএমই এবং কৃষিখাতে সরকার ঘোষিত কোভিড-১৯ প্রণোদনা শতভাগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ট) রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মধ্যে সোনালী ব্যাংক পরপর ০৩(তিন) বার সর্বোচ্চ পরিচালনা মুনাফা অর্জন করেছে।

ঠ) জ্বালানী ও সারসহ অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যপণ্য আমদানীতে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বড় বড় এলসি খোলা আব্যাহত আছে।

ড) দেশব্যাপী ১৬৯টি **ATM** এর মাধ্যমে নিরবিচ্ছিন্নভাবে গ্রাহক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ক্রমান্বয়ে প্রত্যেকটি উপজেলায় **ATM** বুথ স্থাপন করা হচ্ছে।

ঢ) সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের ৪০০ এর অধিক দক্ষ আইটি কর্মকর্তা সার্বক্ষণিক ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিত করে চলেছে।

রাষ্ট্রের প্রধানতম বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে সরকারের বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্প যেমন রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা বন্দর, বাংলাদেশ বিমানসহ বিভিন্ন প্রকল্পে সোনালী ব্যাংক অর্থায়ন করে চলেছে। কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে ব্যাপক ভূমিকা রাখাসহ উন্নত গ্রাহক সেবা নিশ্চত করার জন্য সোনালী ব্যাংক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড

উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী